সংবাদ

তারিখ ... 6 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬ ......

-সংবাদ

গভর্নিং বডির নির্বাচন নিয়ে মতিঝিল আইডিয়াল কলেজে অস্থিরতা

● অভিভাবকরা বিভক্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অভিভাবক পরিষদের নির্বাচনকে ঘিরে অস্থির হয়ে উঠছে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ নির্বাচন নিয়ে সহিংসতার আশঙ্কা করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। কারণ নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। এক পক্ষ বলছে, যেকোন মূল্যে নির্বাচন হতে হবে। আরেক পক্ষ নির্বাচন বানচাল করতে মরিয়া। তাদের মদত যোগাচ্ছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ফলে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে।

গভর্নিং বডির নির্বাচন বানচালকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গতকাল মতিঝিল থানায় সাধারণ ডায়েরি (৩৫১) করেছেন অভিভাবক মো. ইসমাইল হোসেন। সাধারণ ডায়েরিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করা এবং নির্বাচন

আইডিয়াল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

আইডিয়াল : কলেজে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বানচালের জন্য অভিভাবক নামধারী কিছু অসৎ ব্যক্তি ও অভিভাবক নেতা জিয়াউল কবির দুলু নানাভাবে কুৎসা রটাচ্ছেন।

এ বিষয়ে অভিভাবক নেতা জিয়াউল কবির দুলু সংবাদ'কে বলেছেন, আসলে ভর্তিবাণিজ্য করার জন্য কিছু অভিভাবক নির্বাচনের পক্ষ নিয়েছেন। তিনি বলেন, নির্বাচন করতে হলে সব অভিভাবককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কাউকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হতে পারে না।

এদিকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবং জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্কুলের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদে বসতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাদের ইঙ্গিতেই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন কিছু অভিভাবক। কারণ নির্বাচন হলে শিক্ষা বোর্ড কিংবা জেলা প্রশাসনের কেউ চেয়ারম্যান হতে পারবেন না। তবে অসাধু অভিভাবকদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ অভিভাবক পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম সংবাদ'কে বলেছেন, 'প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ও সুনাম ধরে রাখতে অভিভাবক নির্বাচন জরুরি। আমরা যেকোন মূল্যে নির্বাচন চাই।' নির্বাচন বানচালের চেষ্টাকারীদের প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'অভিভাবক পরিষদের নাম ব্যবহার করে কিছু দুর্নীতিবাজ অভিভাবক প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছে, যার কোন ভিত্তি নেই।'

স্কুলের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক সংবাদ'কে বলেন, গত ২৭ মার্চ অ্যাডহক গভর্নিং বডির মেয়াদ শেষ হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এখন অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ আরও দু'মাস বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সে আবেদনে সায় দিচ্ছে না। ফলে নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশনার ও ঢাকা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম হোসেন। আগামী ২৭ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমাদানের সময় আগামী ৮ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত।